4

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শিক্ষাক্ষেত্রে উদারতার আর এক দৃষ্টান্ত!

১৯৯৮ সালের শিক্ষাবর্ষের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা উপন্যাস হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' নির্ধারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানিক একজন ক্লাসিক উপন্যাসিক। আর পদ্মা নদীর মাঝি সম্পূর্ণ ক্লাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও মানিক ক্লাসিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যা বোঝা বা অনুধাবন করা অনেক সময় বোদ্ধা পাঠকের পক্ষেও কঠিন হয়ে যায়। অনার্সের ছাত্র হিসাবে এই উপন্যাস পড়তে যেয়ে বার বার শিক্ষকগণের নিকট ছোট লাগে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষা কমিশন কোন যুক্তিতে এমন একটি কঠিন উপন্যাসকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্ধারিত করলেন? দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার কথা চিন্তা করে যদি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতেন তাহলে এমন আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ কোন দিনও গ্রহণ করতেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে উদার নৈতিকতা গ্রহণ করুন, তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্তের পিছনে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার কথা অবশ্যই সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রতিবেশীদের খুশী করার জন্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে উদারতার আশ্রয় গ্রহণ আপনারা করেছেন তা জাতির জন্য ভাল ফল বয়ে আনবে না। মনে রাখবেন দাদাবাবুদের বাংলায় মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানিক সাহিত্য পড়ান হয় না। কারণ মানিক অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অনুধাবন শক্তি প্রখর না হলে মানিক সাহিত্য বুঝা সম্ভব নয়। পরিশেষে মহান লেখকের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলছি— সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে, এই উপন্যাসের পরিবর্তে অন্য কোন উপন্যাস উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্য হিসাবে নির্ধারণ করুন।

—মুন্সি আবু সাইফ মুকু
সম্মান ২য় বর্ষ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।